



## 82658 - মুসাফরি ব্যক্তির নামায় আদায়ের পদ্ধতি

### প্রশ্ন

আমি এক মাসের জন্য দেশের বাইরে সফরে যাব। আমি নামায় আদায় করার সহজ পদ্ধতি জানতে চাই?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনি যে স্থানে উদ্দেশ্য সফরে যাবেন সেখানে যদি আপনি চারদিনের বেশি সময় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে একজন মুকীম ব্যক্তির ওপর যা যা আবশ্যিক আপনার ওপরও তা তা আবশ্যিক; অর্থাৎ নামায়গুলো পূর্ণসংখ্যায় আদায় করতে হবে; কসর (সংখ্যাহ্রাস) করা যাবে না।

আপনি সফরে পথমধ্যে নামায়গুলো কসর (সংখ্যাহ্রাস) করে আদায় করবেন। যখন আপনি সে স্থানে পৌঁছবেন তখন আপনি নামায়গুলো পূর্ণসংখ্যায় আদায় করবেন; কেননা আপনার হুকুম মুকীমের হুকুম।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে এসছে (৮/৯৯): "যে সফরে মধ্য সফরে ছাড়গুলো গ্রহণ করা শরিয়তসম্মত সেটা হচ্চে প্রচলিত প্রথায় যটোক সফর বলা হয়। এর পরিমাণ হচ্চে— প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ বা এতের দূরত্ব অতিক্রম করে উদ্দেশ্য নিয়ে সফরে বের হবে সে ব্যক্তি সফরে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন; যমেন- মজার ওপর তিনি তিনদিনে মাসহে করা, দুই ওয়াক্তরে নামায় একত্রে আদায় করা ও নামায়গুলো কসর (সংখ্যাহ্রাস) করে আদায় করা, রমযানে রোযা না রাখা। এ মুসাফরি ব্যক্তি যদি কোন স্থানে চারদিনের বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করেন তাহলে তিনি আর সফরে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন না। যদি তিনি চারদিন বা এর চেয়ে কম সময় অবস্থানে নিয়ত করেন তাহলে সফরে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন। আর যে মুসাফরি কোন এক স্থানে অবস্থান করছেন কিন্তু তিনি জানেন না যে, কখন তার প্রয়োজন শেষ হবে এবং অবস্থানে জন্য কোন সময় তিনি নির্দিষ্ট করেননি তিনিও সফরে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন; এমনকি সে অবস্থান অনেক দীর্ঘ হলেও। এক্ষেত্রে স্থলপথে সফর ও জল পথে সফরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।"

দুই:



নামায একত্রতি করণ: মুসাফরিরে জন্য যোহর ও আসররে নামায একত্রে আদায় করা এবং মাগরিবি ও এশার নামায একত্রে আদায় করা জায়যে; সুবিধা অনুযায়ী সটো প্রথম নামাযরে ওয়াক্তে হোক কিংবা দ্বিতীয় নামাযরে ওয়াক্তে হোক। তবে, যদি প্রত্যেকেটি নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় করা তার জন্য কষ্টকর না হয় তাহলে একত্রতি না করাই উত্তম।

এ আলোচনার আলোকে আপনি সফরকালীন সময়ে নামাযদ্বয় একত্রে আদায় করতে পারবেন। যখন আপনি অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে একমাস থাকার নিয়ত করবেন তখন প্রত্যেকে নামায ওয়াক্তমত আদায় করবেন।

তনি:

জনে রাখুন, জামাতরে সাথে নামায আদায় করা অন্যদরে মত মুসাফরিরে ওপরও ওয়াজবি। ইতপূর্বে 21498 নং প্রশ্নোত্তরে সবে মাসয়ালাটি আলোচিত হয়েছে। অতএব, জামাতরে সাথে নামায আদায়ে সচেষ্ট হোন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।